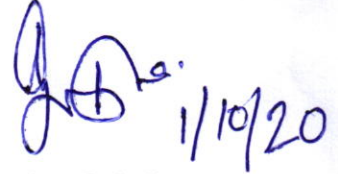


The news item published by Daily Statesman, dated 27th September, 2020, bengali version, quoting the view of Jaydeep Mukherjee under the caption “রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপারসন এন্টিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন” prima facie has a nexus with the views of the Hon'ble Member(A) expressed in his note dated 03.09.2020 which has been disposed of by my order dtd. 23.09.2020.

For reasons indicated therein both the note dated 03.09.2020 and my order have been directed to be uploaded in the website.

For reasons indicated above the Ld Registrar is directed to upload the aforesaid news item side by side to keep the records straight. This order, needless, to say has to be uploaded too.



(Justice G.C.Gupta)
Chairperson
W.B.H.R.C.

র

রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন: জয়দীপ মুখার্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি—পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারপার্সন এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ করছেন বলে অভিযোগ জানালেন অল ইন্ডিয়া লিগ্যাল এড ফোরামের সাধারণ সম্পাদক তথা সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি। তিনি বলেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশন গঠিত হয়েছে হিউম্যান রাইটস প্রোটেকশন অ্যাক্ট ১৯৯৩-এর নিয়ম অনুযায়ী, যেখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের এক্তিয়ার কতটা এবং কী নিয়মে মানবাধিকার কমিশন কাজ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এর উল্টো চিত্র। ১৯৯৩ সালে মানবাধিকার আইন সংক্রান্ত বিষয় হলেও পরবর্তী কালে মানবাধিকার কমিশনের আইন সংশোধিত হয়েছে। আগে কমিশনের সদস্য পাঁচ সদস্যের হলেও বর্তমানে তা সংশোধিত হয়ে তিন সদস্যের কমিশন হয়েছে। পূর্বে, মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে নিয়োগ করতে হত কোনও প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিকে, কিন্তু বর্তমানে সংশোধিত আইনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, প্রধান বিচারপতি ছাড়াও যে কোনও বিচারপতি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন পদে নিযুক্ত হতে পারেন। কমিশনের গঠন তিন সদস্যের হলেও, চেয়ারপার্সন ও অন্যতম সদস্যরা সমাপ্ত মর্যাদা সম্পন্ন। চেয়ারপার্সন কোনওভাবেই কমিশনে স্বতন্ত্র ক্ষমতার অধিকারি নয়। কমিশনের চেয়ারপার্সন এককভাবে কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন না। কমিশন তার পূর্ণাঙ্গ সদস্যদের নিয়েই কোনও প্রকার সিদ্ধান্তে উপনীত হবে। আইনজীবী জয়দীপ মুখার্জি দাবি করেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারপার্সন এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে কোনও কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন, তার বেশ কিছু নমুনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। যেমন মানবাধিকার কমিশন কখনওই বিচারধীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে

না। কিন্তু বর্তমান রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান তাই করছেন। এছাড়াও এক বছরের পুরনো কেস মানবাধিকার কমিশন গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু কমিশন এক বছরের চাইতেও বেশি পুরনো কেস গ্রহণ করছে, যা নিয়মবিরুদ্ধ। জয়দীপবাবু আরও বলেন, মানবাধিকার কমিশন কোনও কোর্ট বা আদালত নয়, তাই তার কোনও প্রকার বেঞ্চ গঠন করার এক্তিয়ার নেই। বর্তমান মানবাধিকার কমিশনের সদস্য সংখ্যার নিরিখে কোনও প্রকার বেঞ্চ গঠন করা নিয়মবিরুদ্ধ। কারণ সিঙ্গল বেঞ্চ বা ডিভিশন বেঞ্চ করার মতো কোনও সদস্যই এই মুহূর্তে মানবাধিকার কমিশনের নেই।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, মানবাধিকার কমিশনের কোনও সিদ্ধান্ত সরকার নাও মানতে পারে। কমিশন শুধুমাত্র যে কোনও সরকারকে তার সিদ্ধান্ত বা নির্দেশকে কার্যকরী করার জন্য সুপারিশ করতে পারে।

এই প্রসঙ্গে জয়দীপবাবু বলেন, বর্তমান চেয়ারপার্সনের মেয়াদ কালে বিগত দিনের মানবাধিকার কমিশনের বাৎসরিক রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের কাছে পেশ করা হয়নি। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। কমিশন রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় চলে। এমনকি কমিশনের স্টাফ ও অফিসাররাও ডেপুটেড ভ্যাকাঙ্কিতে কমিশনে কর্মরত থাকেন।

সুতরাং আইন অনুযায়ী রাজ্য সরকার কোনও ভাবেই কোনও প্রকার ইস্যুতে রাজ্য মানবাধিকার কমিশনকে কৈফিয়ত দিতে বাধ্য নয়। জয়দীপবাবু বলেন, রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের বর্তমান চেয়ারপার্সনের এইসব নিয়ম ও এক্তিয়ার বহির্ভূত কাণ্ডের কথা আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্র সচিবকে জানাব এবং দরকার পড়লেও আদালতেও যাব।